Embassy of the People's
Republic of Bangladesh in Manila

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ দূতাবাস, ম্যানিলা

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

ম্যানিলাস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৮তম শাহাদাত বার্ষিকী এবং জাতীয় শোক দিবস পালন

মঙ্গলবার, ১৫ আগস্ট ২০২৩: বিনম্র শ্রদ্ধায় এবং যথাযথ মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে ফিলিপাইনের ম্যানিলাস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসে পালিত হয়েছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৮তম শাহাদাত বার্ষিকী এবং জাতীয় শোক দিবস।

মঙ্গলবার সকালে বাংলাদেশ ভবনে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিতকরণের মধ্য দিয়ে জাতীয় শোক দিবসের কার্যক্রম শুরু হয়। সন্ধ্যায় দূতাবাস মিলনায়তনে জাতির পিতা ও তাঁর শহীদ পরিবারবর্গের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন, জাতির পিতার সংগ্রামমুখর জীবন, আদর্শ ও কর্মের ওপর আলোচনা সভা, প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনী এবং বিশেষ দোয়া ও মোনাজাতের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে দূতাবাসের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী, তাদের পরিবারবর্গ এবং ম্যানিলাস্থ বাংলাদেশ কমিউনিটি সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। এসময়ে উপস্থিত সকলেই কালো ব্যাজ পরিধান করেন।

সন্ধ্যায় অনুষ্ঠানের শুরুতে প্রথমে পবিত্র ধর্মগ্রন্থসমূহ হতে পাঠ করা হয়। অত:পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব, পুত্র ক্যাপ্টেন শেখ কামাল, লেফটেন্যান্ট শেখ জামাল, শিশুপুত্র শেখ রাসেল, পুত্রবধু সুলতানা কামাল ও রোজী জামাল, বঙ্গবন্ধুর সহোদর শেখ নাসের, কৃষকনেতা আব্দুর রব সেরনিয়াবাত, যুবনেতা শেখ ফজলুল হক মনি ও তাঁর অন্ত:সত্ত্বা স্ত্রী আরজু মণি, বেবী সেরনিয়াবাত, সুকান্ত বাবু, আরিফ, আব্দুল নঈম খান রিন্টুসহ পঁচাত্তরের ১৫ আগস্টে শাহাদাতবরণকারী সকল শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। এরপর রাষ্ট্রদূত জনাব এফ এম বোরহান উদ্দিনের নেতৃত্বে উপস্থিত সুধীবৃন্দ জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক নিবেদনের মাধ্যমে জাতির পিতার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানান। পরে জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে প্রদত্ত রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর বাণীসমূহ পাঠ করেন দূতাবাস কর্মকর্তাবৃন্দ।

দূতালয় প্রধান মিজ সায়মা রাজ্জাকীর সঞ্চালনায় মুক্ত আলোচনা পর্বে উপস্থিত কমিউনিটি সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন এবং জাতীয় শোক দিবসের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেন। রাষ্ট্রদূত জনাব এফ এম বোরহান উদ্দিন তাঁর বক্তব্যের শুরুতে স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ ১৫ আগস্টের নির্মম হত্যাকাণ্ডে শাহাদাতবরণকারী সকল শহীদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং তাঁদের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন। রাষ্ট্রদূত বলেন, বঙ্গবন্ধু ছিলেন বাঙালি জাতির মহান স্বাধীনতার রূপকার। ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত 'সোনার বাংলা' প্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁর স্বপ্ন। সদ্য স্বাধীন দেশে বঙ্গবন্ধু যখন সমগ্র জাতিকে নিয়ে সোনার বাংলাদেশ গড়ার সংগ্রামে নিয়োজিত, তখনই সপরিবারে তাকে হত্যার মধ্য দিয়ে বাঙালির অগ্রযাত্রাকে স্তব্ধ করার অপপ্রয়াস চালানো হয়। রাষ্ট্রদূত জাতির পিতার আত্মত্যাগের মহিমা ও আদর্শকে সকলের কর্মের মাধ্যমে প্রতিফলিত করার আহবান জানান এবং একই সাথে জাতির পিতার চেতনা ও দেশপ্রেম হৃদয়ে ধারণ করে নিজ নিজ অবস্থান থেকে কাজ করার জন্য সকলের প্রতি আহবান জানান। সেই সাথে প্রবাসে বেড়ে উঠা নতুন প্রজন্মের কাছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন, আদর্শ ও দেশপ্রেম পৌঁছে দিতে তিনি উপস্থিত সকলের কাছে অনুরোধ জানান।

আলোচনা পর্ব শেষে জাতির পিতার গৌরবোজ্জ্বল কর্মময় জীবনের উপর নির্মিত বিশেষ প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়। পরিশেষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুসহ ১৫ আগস্ট নিহত সকল শহীদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয় এবং বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বের অব্যাহত শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ দোয়া পাঠ করা হয়।

Sayma

(সায়মা রাজ্জাকী)
কাউন্সেলর ও দূতালয় প্রধান

2nd Floor, HERCO Center, 114 Benavidez Street, Legaspi Village, Makati City 1229, The Philippines
PABX: (00632)-88175001 and 88175010